গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ
ইউপি-২ অধিশাখা

স্মারক নং- ৪৬.০১৮.০৩০.০০.০০.০০৬.২০১১(অংশ-১). ১৬ তারিখঃ ১৫.০৩.২০১২ খ্রিঃ।

বিষয়ঃ **গ্রাম আদালত আইন'২০০৬ অনুসারে গ্রাম আদালত চালু ও পরিচালনা।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়নের জনগণের কিছু বিরোধ ও বিবাদের সহজ ও দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ২০০৬ সালে গ্রাম আদালত আইন প্রনয়ণ করা হয়েছে। গ্রাম আদালত কিছু দেওয়ানী ও কিছু ফৌজদারী মামলার বিচার করতে পারে। কোন এক পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উভয় পক্ষের মনোনীত দু'জন করে মোট ৪জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠিত হয়। গ্রাম আদালতে বিচার্য মামলা অন্য কোন ফৌজদারী আদালত ও দেওয়ানী আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত। গ্রাম আদালত গঠন, এর এখতিয়ার, ক্ষমতা, দায়িত্ব ও এর সুফল সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করলে এবং যথাযথভাবে গ্রাম আদালত কার্যকর হলে দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের বিদ্যমান আদালতগুলোতে মামলার জট অনেকটা হ্রাস পাবে বলে স্থানীয় সরকার বিভাগ আশা করে।

০২। ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই হয়তো গ্রাম আদালত সম্পর্কে অবহিত নন। সকল ইউপি চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের গ্রাম আদালত সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং সকল ইউনিয়নে গ্রাম আদালত চালুর কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী।

০৩। এমতাবস্থায়, আপনার ইউনিয়নে অবিলম্বে গ্রাম আদালত আইন,২০০৬ অনুসারে গ্রাম আদালত চালু করা এবং সঠিকভাবে উক্ত আইন অনুসরণ করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো। উল্লেখ্য যে ইউনিয়ন পরিষদের পারফরমেন্স মূল্যায়ণ এবং এলজিএসপির ব্লক গ্রান্ট ও পারফরমেন্স গ্রান্ট প্রদানের ক্ষেত্রে গ্রাম আদালত চালু ও পরিচালনাকে গুরুত্ব প্রদান করা হবে।

সংযুক্তঃ গ্রাম আদালত আইন'২০০৬।

১৫/০৩/১২

(আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫১৪১৯০

বিতরণ ঃ
১. ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান (সকল)।
..... ইউনিয়ন।

অনুলিপিঃ
১। সচিবের একান্ত সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিবের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্থানীয় সরকার বিভাগ।